FROM THE EDITOR'S DESK : SOME NOSTALGIA AND COMMITMENTS :

It was 1992. Multi-channel cable network was still a daydream in this small and godforsaken part of the country. Entertainment meant only listening to songs, watching local drama performances, and, of course, reading books. Fortunately there were some cinema houses, perhaps three in number. There was a public library in a run-down building, always crowded by readers and subscribers during evenings far better option perhaps than the smart and lonesome building of today. Our Rabindranath, Bankimchandra, Sharatchandra, Manik, Bibhutibhushan, Samaresh, Budhwadev, Sunil, our Baudlaire, Keats, Rimbaut, Mallerme were all born there, in that crowd-puller place. We were yet to be introduced to offset printing, the so-called 'letter press' was our only consolation. 'Unmesh' made its debut, due mainly to my innumerable zeal, as a special issue during the puja festivities of our club called Shakti Sangha. The club was its sole patron. I have strong doubts as to its literary value, but I can't underrate the vision it generated in me which is why, even after the lapse of long fourteen years, I cannot help naming my self-edited magazine after it. For me, Unmesh was born in 1992. I did the type-setting of its first issue after resurrection in an old fashioned Bangla-software which accounts for some unwanted distortions in compound letters. I owe my readers an apology for this and promise to remove the eyesore in our next-update.

Time has had its own move since 1992. The search for a stable sustenance and some professional hazards too have taken a heavy toll on me, though an unwanted hope hay underneath waiting to be rekindled at the right moment. That hope was to publish a magazine on my own. Meanwhile, my wish to get a govt. job became a wistful fancy ; my engagement as a construction contractor simply caused me irritation—so much, so that I quit it and got myself involved in a new space of work. The name 'Unmesh' which I bore almost like a genetic identity now come to my rescue and I rang the buzzer for its new phase. To know more please go through this issue on this website.

The special 'Tribute issue' of Unmesh was published in 2008. A few years back I had been acquainted with some of the major literary personalities of the North-East like Debabrata Deb and Amitabha Dev Choudhury. Now, both of them figure on Advisory Board of Unmesh and are chalking out guidelines for the magazine with their selfless co-operation. The issue in question featured two legendary poets, Shaktipada Brahmmachari and Binoy Majumder. You will find some insightful write-ups on them in the issue along with mind-blowing works of some representative story-writers and poets.

Our latest issue was planned rather incidentally. The writer and novelist Shyamal Bhattacharya rang me up one day to pass on the message that Mukhabayab, a sister magazine had abandoned its proposed special issue on Tamil short stories. While listening, I had a kick to embark on this challenging project. So I took possession of the file of manuscripts from Shyamal Bhattacharya. Together we met with Subrahmanian Krishnamurthyji at his residence in Kolkata. Our long chat with him made me share his dreams and disappointment. I salute this aged literature buff. His translation of Tamil stories is in our latest issue on the website. Interested browsers can go between the lines.

Thank you for visiting our website.

(Translation : Amitabha Dev Choudhory)

READ BENGALI VERSION : NEXT PAGE (Page-2)

সম্পাদকের কলমে ঃ কিছু স্মৃতি কিছু প্রতিশ্রুতি

তখন ১৯৯২। বহুচ্যানেল কেবল্ তখনও আসেনি এ শহরে। বিনোদন বলতে গান, নাটক, বইপড়া। অবশ্য সিনেমা হল ছিল। সম্ভবত তিনটে। জরাজীর্ণ ঘরের একটি পাব্লিক লাইব্রেরী ছিল, যা সন্ধ্যায় পাঠক-গ্রাহক সমাকীর্ণ থাকত, এখনকার সুদৃশ্য অথচ জনবিরল লাইব্রেরিটির চেয়ে, বোধহয় সেটিই বেশি কাম্য। কারণ আমার রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, শরৎ, মানিক, বিভুতিভূষণ, সমরেশ, বুদ্ধদেব, নিমাই, সুনীল, আমার বোদলেয়ার, কীটস্, র‍্যাঁবো, মালার্মে-র জন্মও ওখানেই! অফসেট মুদ্রণ-ব্যবস্থা তখনও এ অঞ্চলে আসেনি। সীসের অক্ষরের 'লেটার প্রেস' ছিল। 'উন্মেষ'-এর প্রথম সংখ্যাটি, মূলত আমার প্রবল উৎসাহেই, আমাদের ক্লাব শক্তি সংঘের পুজোয় প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার আর্থিক দায়ভার ছিল ক্লাবেরই। এর সাহিত্যমূল্য কতটুকু ছিল এ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকলেও এখন আমার মনে হয়, যে প্রণোদনা দিয়েছিল আমাকে, উন্মেষের সেই প্রথম সংখ্যাটি, তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধেই হয়ত আমি, ১৪ বছর পর স্বয়ংসম্পাদিত সাহিত্যপত্রটির নাম রেখেছি 'উন্মেষ'। এর জন্মলগ্নও ঘোষণা করেছি সেই ১৯৯২ সালকেই। প্রথম সংখ্যাটির অক্ষরবিন্যাস, পরবর্তী সময়ে বিস্তৃত ভূগোলের পাঠকের পরিসীমায় আনার জন্য আমিই করেছি, পুরনো একটি বাংলা সফটওয়্যারে, যার কারণে বিকৃত হয়েছে বিশেষ কিছু সংযুক্তাক্ষর। এর জন্য পাঠকের কাছে আমি নিঃশর্তে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। পরবর্তী আপডেটে অবশ্যই এ ত্রুটি রাখবো না।

১৯৯২-এর পর বহু কাল বয়ে গেছে। কিছুটা সময় আর্থিক সংস্থানের সন্ধানে, পেশাগত ব্যস্ততায় কেটে গেছে; যদিও এর মধ্যে ফল্গুধারার মত গল্প-কবিতা-আড্ডা চলছিল, যার সঙ্গে সুপ্ত একটি কাঙ্খাও উজ্জীবনের অপেক্ষায় ছিল, সেটি ছিল নিজের মত করে একটি সাহিত্যপত্রের সম্পাদনা করা, যার স্ফূরণ ঘটেছিল ২০০৭-এর বইমেলায়। ততদিনে সরকারী কর্মপ্রাপ্তির আশায় অস্তাচল ঘটেছে আমার। ১৩/১৪ বছর নির্মাণ-ঠিকেদারিতে ব্যাপৃত থাকার পর, কিছুটা বিরক্তিভরেই ওই ব্যবসায় ইতি দিয়েছি, বর্তমান কর্মপরিধিতে নিয়োজিত করেছি নিজেকে। সেই নামটি, যেটিকে বহন করছি বংশপরিচয়ের মত, 'উন্মেষ', সেই নামেই শুরু করলাম নবপর্যায়। বিশদ জানতে এই সংখ্যাটি পড়ুন, যা রয়েছে এই ওয়েবসাইটে।

২০০৮ এর বইমেলায় উন্মেষের 'বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ সংখ্যা'টি প্রকাশিত হয়। তখন ও এর কয়েকবছর আগে আমার পরিচিতি ঘটে বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন পুরোধা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন দেবব্রত দেব, রয়েছেন অমিতাভ দেবচৌধুরী। ওরা দুজনেই বর্তমানে উন্মেষ-এর উপদেষ্টামণ্ডলীতে আসীন এবং নিঃস্বার্থ সহযোগ প্রদানে প্রতিনিয়ত প্রাণিত করে চলেছেন উন্মেষকে। আলোচ্য সংখ্যাটির উদ্দিষ্ট কিংবদন্তীপ্রতিম দু'জন কবি, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী এবং বিনয় মজুমদার। এদের সম্পর্কে রয়েছে প্রখ্যাত লেখকদের তন্নিষ্ঠ রচনা। রয়েছে সাক্ষাৎকার। এছাড়াও এই সংখ্যাটিতে আছে প্রতিনিধিত্বকারী গল্পকার এবং কবিদের মননশীল রচনাকর্ম।

সাম্প্রতিক অক্টোবর ২০০৮ এ প্রকাশিত উন্মেষ এর এই সংখ্যাটির বিনির্মাণের সূত্রপাত হয়েছিল অনেকটা কাকতালীয় ভাবেই। একদিন, বোধহয় ফোনে, শ্যামলদা (প্রখ্যাত গল্পকার ঔপন্যাসিক শ্যামল ভট্টাচার্য) আমাকে জানালেন যে, 'মুখাবয়ব'-এর প্রস্তাবিত তামিল গল্প সংখ্যাটি হচ্ছে না। কেন হয়নি এ বিষয়ে উনি লিখেছেন এ সংখ্যাটির ভূমিকাতে। আমি ভাবলাম, এই কর্মপ্রচেষ্টাটিকে না-হয় আমিই রূপায়ণ করি, কালানুক্রমিকভাবে না হোক, তামিল সাহিত্যের সঙ্গে খুবই অল্প পরিচিত বাঙালী পাঠকদের যদি একটি তামিল গল্প সংখ্যা উপহার দেয়া যায়, ক্ষতি কি? এতে অন্তত আমাদের বাংলা সাহিত্য কিছুটা হলেও, সমৃদ্ধ হবে। অতঃপর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির ফাইলটি আমি শ্যামলদার হাত থেকে নিলাম। কিছুটা ডাকে, কিছু অংশ ইমেল মারফৎ। আমরা দু'জন একসঙ্গে সুব্রহ্মনিয়ন কৃষ্ণমূর্তিজীর বাড়ি (কলকাতাস্থিত) গেলাম। ওর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতার পর ওর স্বপ্ন, ইতিহাস এবং দীর্ঘশ্বাসের শব্দের সঙ্গে সংপৃক্ত আমরা দু'জন ফিরে এলাম, যখন আমার সঙ্গে ছিল আমাকে দেওয়া ওর করা 'তিরুক্কুলম'-এর বাংলা অনুবাদের বই, উনার একটি পাসপোর্ট ছবি, বুকের কন্দরে ছিল ওর শ্রীমূর্তি। উন্মেষ-এর পক্ষ থেকে এই প্রবীণ সাহিত্যসেবীকে স্যালুট। ওর করা তামিল গল্পের অনুবাদ সম্বলিত আলোচ্য সংখ্যাটি রয়েছে এই ওয়েবসাইটে। আগ্রহী পাঠকদের জানাই নিবিড় পাঠের আমন্ত্রণ।

উন্মেষ-এর এযবাৎ ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যব্যক্তিত্ব এবং 'উনেষ'-এর অভিভাকপ্রতিম অমিতাভ দেব চৌধুরী। পরবর্তী ইতিহাসও এর পর থেকে লিখব আমরা, আশাকরি, কোনোরকম অবাঞ্ছিত কালান্তর ব্যতিরেকেই।

ওয়েবসাইটটি দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।